তারিখ ... ২০১৩
পৃ: ৪ কলাম ২

গৌরনদীর নিজাম উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ [redacted]

অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে গভর্নিং বডি আ'লীগ নেতারা মুখোমুখি

সুশীল জয়ধর, গৌরনদী

পছন্দের অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার নিজাম উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বডি ও স্থানীয় কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতার মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছে। স্থানীয় আ'লীগের ৩-৪ নেতার বিরুদ্ধে উৎকোচ নিয়ে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে কলেজ গভর্নিং বডিকে চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার সকালে ওই সব আওয়ামী লীগ নেতা গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এনিয়ে গভর্নিং বডি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নিজাম উদ্দিন ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য গত ১২ আগস্ট সরকারি গৌরনদী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ৩ই কলেজের অধ্যক্ষ এমএ মজিদের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শাহজাহান হোসেন, সরকারি গৌরনদী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উপাধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন, নিজাম উদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অসীম কুমার শিকদার ও গভর্নিং বডির অধিকাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে ১১ প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। একই দিনে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচনী বোর্ড। উক্ত পরীক্ষায় কালকিনি উপজেলার ডাসার কলেজের প্রভাষক হুমায়ুন কবির প্রথম স্থান, গৌরনদীর মাহিলাড়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদুর রহমান ২য় স্থান, ডাসার কলেজের অপর প্রভাষক মো. মাহবুব রহমান ৩য় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু পরীক্ষায় যারা ১ম ও ২য় হয়েছেন তাদের বাদ দিয়ে যিনি পরীক্ষায় ৩য় হয়েছেন তাকে নিয়োগ দিতে স্থানীয় আ'লীগের ৩ থেকে ৪ নেতা জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। মান প্রদর্শন না করায় পরে একাধিক গভর্নিং বডির সদস্য জানান, ওই সব আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে একজন প্রার্থীর কাছ থেকে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য খন্দকার শাহে আলম মঞ্জু বলেন, কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারীর পরিবর্তে ৩য় স্থান অধিকারীকে নিয়োগ দেয়ার জন্য আমাদের গভর্নিং বডির সদস্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছেন উপজেলার শরিকল ইউনিয়ন আ'লীগের সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন আকন, সাবেক সহসভাপতি সোহরাব হোসেন জমাদার, আ'লীগ নেতা মন্নান মৃধাসহ সরকারি দলের কতিপয় নেতা। তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় তারা গভর্নিং বডির সদস্যদের ওপর ক্ষুব্ধ রয়েছে। অধ্যক্ষ নিয়োগ চূড়ান্ত করার জন্য গত ৩০ আগস্ট গভর্নিং বডির মিটিং চলাকালীন সময় বেলা ১১টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা মেজবাহ উদ্দিন ও সোহরাবের নেতৃত্বে শতাধিক লোক কলেজের সভাকক্ষে হামলা চালিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত ও ভাঙচুর প্রদর্শন করে। ওই আ'লীগ নেতাদের নির্দেশ অমান্য করায় কলেজ গভর্নিং বডির সভা পণ্ড করে দেয় হামলাকারীরা।

তখন কলেজ ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উৎকোচ গ্রহণ ও সভা পণ্ড করার অভিযোগ অস্বীকার করে শরিকল ইউনিয়ন আ'লীগের সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন আকন বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে পুনরায় পরীক্ষা নেয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি। কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার সাবলু কলেজ ফান্ডে সাড়ে ৬ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে। কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ও অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার সাবলু বলেন, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। নির্বাচনী বোর্ড পরীক্ষার আধাঘণ্টা পূর্বে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পক্ষপাতভাবে পরীক্ষা নিয়েছে বলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমাকে অবহিত করেছেন। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারীকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।